৮ মার্চ, ২০২১ | সোমবার | ২৩ ফাল্গুন, ১৪২৭ | ২৩ রজব, ১৪৪২ হিজরি

পুবের কলম

# দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ পরিদর্শনে মাওলানা সাজ্জাদ নোমানি সাহেব

**বিশেষ প্রতিবেদক:** রবিবার ছিল হাওড়ার দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজে পাঠরতা ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য এক আনন্দের দিন। কারণ এদিন তাদের প্রতিষ্ঠানে এসেছেন দেশের খ্যাতিসম্পন্ন আলেম হযরত মাওলানা খলীলুর রহমান সাজ্জাদ নোমানি সাহেব। তিনি দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা মূল ক্যাম্পাসের ভিত্তি ফলকের উন্মোচন করলেন।

শেষ পর্যন্ত সকাল ১০টার মধ্যেই এসে গেলেন এই প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদ। ছাত্রীরা তাঁর সম্মানে প্রধান মেহমানকে খোশ-আমদেদ জানিয়ে গেয়ে উঠল একটি স্বাগতিক গান। মাওলানার সঙ্গে ছিলেন নাখোদা মসজিদের ইমাম মুফতি ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ শফীক, সাদ্দাম আলম, প্রাক্তন সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান। ছিলেন সৈয়দ হায়দার আলি, মুহাম্মদ রুহুল আমীন, শেখ মাসাউদ রহমান প্রমুখ মেহমানরা।

ছাত্রীদের কুরআন আবৃত্তি ও বিভিন্ন পারফরমেন্স দেখে ও শুনে




দ্বীনিয়াত মোয়াল্লিমা কলেজের ছাত্রীদের সম্বোধন করার পর দোওয়া করছেন মাওলানা খলিলুর রহমান সাজ্জাদ নোমানি। রয়েছেন (বাঁ-দিক থেকে) জনাব জহুল আমীন, সৈয়দ হায়দার আলি, আহমদ হাসান ইমরান প্রমুখ।

তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। আর সে কথাই ফুটে উঠল তাঁর ঘোষণায়। মাওলানা সাজ্জাদ নোমানি বলেন, আমি দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেছি। কিন্তু এখানে এসে ছাত্রীদের কৃতিত্ব ও দ্বীনসহ বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার মাত্রা দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি। আমাদের দেশের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার যে চিন্তা ছিল, এই দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের ছাত্রীদের দেখে তা দূর হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে উম্মতের আগামীদিন অবশ্যই উজ্জ্বল হবে। এখানে যে ছাত্রীরা আছো তাদের বলব, তোমরা খুবই খুশ কিসমত যে, এখানে যারা মুয়াল্লিমা ও পরিচালক এবং শিক্ষার যে সিলেবাস ও ব্যবস্থাপনা পেয়েছ, তা অবশ্যই ব্যতিক্রমী।

➤ এরপর দু'য়ের পাতায়

# দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ পরিদর্শনে মাওলানা সাজ্জাদ নোমানি সাহেব

দ্বীনিয়াত মোয়াল্লিমা কলেজের মূল ক্যাম্পাসের ভিত্তিপ্রস্তর ফলক উন্মোচন করছেন মৌলানা খলিলুর রহমান সাজ্জাদ নোমানি।

কলেজের ছাত্রীরা একাগ্রতা নিয়ে বক্তব্য শুনছেন মৌলানা খলিলুর রহমান সাজ্জাদ নোমানির।

প্রথম পাতার পর

এই শিক্ষার দ্বারা তোমরা সাফল্যের সঙ্গে ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবে এবং দ্বীনি শিক্ষার সঠিক মূল্যবোধকে আপন করে নেবে। তিনি বলেন, তোমরা পরবর্তী বংশধরদের এমনভাবে তৈরি করবে যা পুরো ভারতবর্ষকে অশিক্ষা ও দারিদ্র থেকে মুক্ত করবে। পরবর্তীকালে যত প্রজন্ম আসবে তোমাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং এই দ্বীনি শিক্ষার দ্বারায় পুরো সমাজকে উন্নত করবে। হযরত ইয়াকুব (আ.) যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তে চারিধারে ছিল ওনার সন্তান, স্ত্রী এবং নাতি-নাতনিরা। তিনি তাদের লক্ষ করে বললেন, আমি তোমাদের এক আল্লাহর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম। তোমাদের ঈমান বা বিশ্বাসকে জুড়ে দিয়েছিলাম। তোমাদের ঈমানকে মজবুতভাবে গড়ে দিয়েছিলাম। আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তাঁর সন্তানরা তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, আপনি আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও আপনার শেখানো দ্বীনকেই আমরা কায়েম রাখব। পূর্ববর্তী নবীদের দেখানো পথে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করব এবং দ্বীনের রাস্তা কখনোই পরিত্যাগ করব না।

মাওলানা সাজ্জাদ নোমানি ছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যে, দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিম কলেজ সারা ভারতবর্ষে একদিন ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি এলাকার বিভিন্ন ঘরের ছাত্রীরা মুয়াল্লিমা হবে এবং বাংলাকে আলোকিত করবে। এখানে মাদ্রাসা ও কলেজের মেলবন্ধন এক অনন্য প্রয়াস ও যুগের দাবি।

দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের ছাত্রীদের সম্বোধন করে মাওলানা খলিলুর রহমান সাজ্জাদ নোমানি সাহেব বলেন, বাংলার এই কলেজে এসে আমি বুঝতে পারছি আমাদের মা, বোন ও মেয়েরা এখন দ্বীনের প্রচারের জন্য তৈরি হচ্ছে। আর মায়েদের দ্বারাই পুরো পরিবার এবং সমাজ উন্নত হয়। বাচ্চারা মায়ের শিক্ষাতেই বড় হয়। উদাহরণ হচ্ছে, ইমাম বুখারী (রহ.) এবং খাজা মইনুদ্দিন চিশ্‌তী (রহ.)। তাঁদের মায়েরা না চাইলে, আত্মত্যাগ না করলে আমরা এই দুই ইসলামি মনীষীকে পেতাম না। মাওলানা সাজ্জাদ নোমানি এরপর দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিম কলেজের মূল ক্যাম্পাসের ভিত্তি ফলক উন্মোচন করে এর উপর বরকত ও রহমতের দোয়া করেন।

দ্বীনি মুয়াল্লিম সেন্টারের উদ্যোগে আল হুদা স্কুলের হলে সমবেত শ্রোতা-দর্শকদের উদ্দেশে মাওলানা সাজ্জাদ নোমানি সাহেব গুরুত্বপূর্ণ এক বক্তব্য রাখেন।